ঈশ্বরের পুত্র নামে আখ্যাত

আদিপুস্তক ৫.২৮- ৬.৮পদ

গত সপ্তাহে আমরা আদিপুস্তক ৪ এবং ৫ অধ্যায়কে ৬ অধ্যায়ের মহাজলপ্লাবনের পটভূমিকা হিসাবে দেখেছি। এই অংশে দুটি বংশের বিশেষ ব্যক্তিদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছে। তাদের একটি বংশের শুরু কয়িন থেকে এবং শেষ লেমকের কথা উল্লেখ করে (৪.১৮-২৪);এবং অন্য বংশটির শুরু শেথকে দিয়ে এবং শেষ নোহের ৩ সন্তানকে উল্লেখ করে (৪.২৫-২৬; ৫.৩-৩২)। এই দুটি বংশ-তালিকায় কেবল কয়েকটি মানুষের নাম উল্লেখ করা নয়, কিন্তু তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তথা ঈশ্বরের প্রতি তাদের মনোভাবকেও তুলে ধরা হয়েছে। ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত অবিশ্বাসের বলি পরিত্যক্ত হবার পর কয়িনের মনে যে হিংসার বীজ রোপিত হয়, তা তাকে নিজের ভাই হেবলকে পর্যন্ত হত্যা করায়। এরপর, ঈশ্বর যদিও তাঁর মনপরিবর্তনের আশা করে কয়িনকে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে দেন ও অনুগ্রহের চিহ্ন দ্বারা তাকে অন্যদের হাত থেকে রক্ষা করেন;তথাপি, কয়িন মন পরিবর্তনের পরিবর্তে ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাস ও অবাধ্যতায় আরও পতিত হয়। ফলস্বরূপ, কয়িনের বংশধররা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহকে নগরপত্তনের দ্বারা প্রকাশ করে ও লেমকের মত বংশধরকে জন্ম দেয়, যার আচরণে কয়িনের তুলনায় ১০গুণ দুষ্টতার পরিচয় আমরা পাই (৪.২৩-২৪)।

তাহলে, আদি ৩.১৫ পদে, মানব-জাতির উদ্ধারার্থে ঈশ্বর যে পরিত্রাণের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তা কী করে সাধিত হবে? ঈশ্বর তাঁর প্রতিজ্ঞাকে ভুলে যাননি, তাই তিনি তা পূর্ণ করতে কয়িন নয়, কিন্তু আদমের অন্য পুত্র, শেথকে বেছে নিলেন। হেবল যে ঈশ্বর আরাধনা শুরু করেছিল, কয়িন হেবলকে হত্যা করে তা বন্ধ করতে পারেনি। কারণ, শেথ ও তাঁর বংশধরদের দ্বারা ঈশ্বর আবার সেই আরাধনা শুরু করালেন (৪.২৬)। এইভাবে, একদিকে যখন কয়িনের বংশধররা সমগ্র পৃথিবীতে ঈশ্বর-বিদ্বেষ বৃদ্ধি করেছে; তখন অন্যদিকে শেথের বংশধররা দুষ্কর্মে পরিপূর্ণ জগতে ঈশ্বর বিশ্বাসের জীবন যাপন করেছে, হনোক যাদের অন্যতম প্রতিনিধি। শেথের বংশ-তালিকায় উল্লেখিত প্রত্যেক ব্যক্তি আমাদের বিশ্বাসের পূর্বপুরুষ। শেথের বংশে আমরা লেমককে পাই, যিনি পরিত্রাতার আগমনের প্রতিজ্ঞা বিশ্বাস করে নিজের পুত্রের নাম রাখেন নোহ। কারণ, 'নোহ' নামের অর্থ বিশ্রাম বা স্বাচ্ছন্দ্য। লেমক বিশ্বাস করেছিলেন যে, দুষ্কর্মে পরিপূর্ণ জগতে ঈশ্বর আপন প্রতিজ্ঞাপূর্ণতার দ্বারা বিশ্রাম ও স্বাচ্ছন্দ্য আনতে চলেছেন।

৫ অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত এই দুই বংশ তাদের পার্থক্য ও দূরত্ব বজায় রেখেছিল। কিন্তু ৬ অধ্যায়ে প্রবেশ করে আমরা উপলব্ধি করি যে, ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে বানচাল করতে শয়তান আলাদা কৌশল গ্রহণ করেছে। ঈশ্বর বিশ্বাসীদের বিশ্বাসের পথ থেকে দূরে সরাতে শয়তান বারংবার 'আপোস' করার প্রলোভন দেখিয়ে থাকে (গণনা ২৫;গীত ১০৬.২৮-৩১;যিহূদা ২;গীত ১০৬.৩৪-৪৮)। ৬ অধ্যায়েও আমরা শয়তানের এই কৌশলের সফল প্রয়োগ দেখতে পাই। ঈশ্বরবিশ্বাসকে অল্প অল্প করে ধংস করার জন্য, শয়তান আমাদের অবিশ্বাসীদের সঙ্গে আপোস করতে প্রলোভন দেখায়। এইভাবে, "সাম্য, মৈত্রী ও সংহতির" মুখোশ পরে অবিশ্বাসের সঙ্গে আপোস করতে শয়তান আমাদের বিপথে পরিচালিত করে। ৬.২ পদে, এই কৌশলেরই প্রকাশ আমাদের চোখে ধরা পরে -- ***"ঈশ্বরের পুত্রেরা" "মনুষ্যদের কন্যাদের"*** *সুন্দরী দেখে যার যাকে ইচ্ছা, সে তাকে বিয়ে করতে লাগল*। এখানে, শেথের ঈশ্বর-ভক্ত বংশধরদের "ঈশ্বরের পুত্র" এবং কয়িনের ঈশ্বর-বিদ্বেষী বংশধরদের "মনুষ্যদের কন্যা" হিসাবে নির্দেশ করা হয়েছে। ঈশ্বরের প্রকৃত উপাসকদের কাছে জগৎ থেকে পৃথকীকৃত হওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ৬ অধ্যায়ের এই বিবাহ আমাদের কাছে পরিষ্কার করে তুলে ধরে যে, শয়তান পরিত্রাতার আগমনকে প্রতিহত করতে যে বংশে তাঁর জন্ম হওয়ার কথা, সেই বংশকে অবিশ্বাসের সঙ্গে আপোস নামক পাপের দ্বারা

কলুষিত করতে চেয়েছে। শাস্ত্রে বিভিন্ন স্থানে ঈশ্বরের প্রজাদের "ঈশ্বরের পুত্র" বলে অভিহিত করা হয়েছে (দ্বি. বি. ১৪.১; ৩২.৫; গীত ৭৩.১৫; হোশেয় ১.১০)। তাই, আদি ৬.১-২, ৪ পদে শাস্ত্রে প্রথম বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের মধ্যে মিশ্র-বিবাহকে নির্দেশ করা হয়েছে। শেথের বংশের ছেলেরা ঈশ্বরের প্রতি এবং বিশ্বাসের পূর্বপুরুষদের শিক্ষার প্রতি বিশ্বস্ত থাকার পরিবর্তে, অবিশ্বাসী কন্যাদের সৌন্দর্যে মুগ্ধ ও প্রতারিত হল। তাই, ঈশ্বর যদিও শেথের বংশধরদের দ্বারা প্রকৃত ঈশ্বর বিশ্বাসকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন কিন্তু শয়তান এই মিশ্র-বিবাহের দ্বারা সেই ইচ্ছাকে ধংস করতে চেয়েছিল। শয়তান এই কৌশল প্রয়োগে সম্পূর্ণ সফল হয়েছিল। কারণ, ৫ পদে এমন কথা বলা হয়েছে, "***পৃথিবীতে মনুষ্যের দুষ্টতা বড়, এবং তাঁর অন্তঃকরণের চিন্তার সমস্ত কল্পনা নিরন্তর কেবল মন্দ।***" এরই ফলস্বরূপ, ঈশ্বর মহাজলপ্লাবনের দ্বারা সমস্ত বিষয়কে উচ্ছিন্ন করতে মনস্থ করেন (৭ পদ)।

৪ পদে, মহাবীর উল্লেখ করা হয়েছে। হিব্রু ভাষায় যে শব্দটি *(nephilim)* ব্যবহৃত হয়েছে, তার অর্থ "পতিত আত্মা"। সেদিন মানুষের দুষ্টতা এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে ঈশ্বর তাদের দেখে "পতিত আত্মা" বলতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তারা এত নিচে নামলেও জগতের মানুষদের কাছে তারা ছিল মহাপরাক্রমশালী বীর। একথা আজও একইভাবে প্রযোজ্য (লুক ১৬.১৫)। *"মানুষের মাঝে যা উচ্চ, তা ঈশ্বরের সাক্ষাতে ঘৃণিত।"* সেদিনের পরিস্থিতি সম্বন্ধে আরও ভালো করে উপলব্ধি করতে আমরা রোমীয় ১.২৬-৩১ পদ পড়তে পারি। মানুষের দুষ্টতার সীমা ছিল না, তার সমস্ত চিন্তা, কল্পনা ছিল দুষ্টতায় পরিপূর্ণ।

ঈশ্বর যখন দেখলেন, শেথের ধার্মিক বংশের ছেলেরা কয়িনের অধার্মিক বংশের মেয়েদের নির্দ্বিধায় বিবাহ করে চলেছে, তখন তিনি মর্মাহত হলেন। ৬ পদে বলা হয়েছে, "***পৃথিবীতে মনুষ্যের নির্মাণ প্রযুক্ত ঈশ্বর অনুশোচনা করলেন, ও মনঃপীড়া পাইলেন।***" ৭ পদের শেষাংশে ঈশ্বরের এমন কথা বলা হয়েছে, " . . . *কেননা তাদের নির্মাণ প্রযুক্ত আমার অনুশোচনা হচ্ছে।*" এই কথা পড়ার পর অনেকে হয়ত ঈশ্বরের অপরিবর্তনশীলতা নামক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সন্দেহ করতে পারেন। কিন্তু কেবল এখানে নয়, শাস্ত্রের আরও কয়েকটি স্থানে এই ধরনের কথা আমরা দেখতে পাই। উদাহরণস্বরূপ, শৌলকে রাজা করায় ঈশ্বরের অনুশোচনা হয়েছিল (১ শমূয়েল ১৫.১০) বা নীনবীর মানুষের পরিবর্তিত জীবন দেখে তাদের অমঙ্গল করার বিষয় ঈশ্বর অনুশোচনা করেছিলেন (যোনা ৩.১০)। এই সমস্ত উদাহরণগুলির সঠিক অর্থ উপলব্ধি করার জন্য আমাদের পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ঈশ্বরের মনোভাবের বা প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তনকে উপলব্ধি করতে হবে। যেহেতু, ঈশ্বর পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে থাকেন; সেইহেতু, মানুষের মধ্যে পরিবর্তন আসায় ঈশ্বরের সঙ্গে তার সম্পর্কে পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তিত সম্পর্কের ফলস্বরূপ, ঈশ্বর তাঁর প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তন করেন। তাই, প্রকৃত পরিবর্তন ঈশ্বরে নয়; কিন্তু মানুষের মধ্যেই সাধিত হয়। ঈশ্বর মানুষকে তাঁর ভালোবাসায় নিজের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছিলেন। পাপে পতিত হবার পূর্বে আদম ও হবার সঙ্গে ঈশ্বরের প্রকৃত ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। কিন্তু পাপে পতনের দ্বারা, মানুষের মধ্যে যে পরিবর্তণ ঘটে, তা ঈশ্বরের সঙ্গে তার সম্পর্ককে বিকৃত করে। পরবর্তী ক্ষেত্রে, তাদের বংশধররা যখন সমস্ত চিন্তায় দুষ্টতার পরিচয় রাখে, তার ফলস্বরূপ, সেই সম্পর্ক কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি। এই ক্ষতিগ্রস্ত সম্পর্কই ঈশ্বরকে মানুষ নির্মাণ সম্বন্ধে দুঃখ দিল। অবশ্য, এ কথা আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, ঈশ্বর ব্যক্তিত্বের অধিকারী হলেও কখনও মানুষ নন; তিনি আত্মা। কিন্তু বাইবেল মানুষের বোধগম্য ভাষায় লিখিত হওয়ায়, অনেক সময় ঈশ্বরকে মানুষের অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে *(anthropomorphism)*। তাই, মানুষের ন্যায় ঈশ্বরের অনুশোচনা বা মনঃপীড়ার কথা বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, যে ঘটনা ঘটেছে, তা হল, পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বা মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্কের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তন মাত্র। তাই, মানুষ সৃষ্টির বিষয়ে ঈশ্বরের দুঃখপ্রকাশকে মানুষের পাপকার্যের প্রতি ঈশ্বরের বর্তমান অসন্তোষ হিসাবে উপলব্ধি করতে হবে।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

এ কথার অর্থ এতখানি শক্ত নয় যে, ঈশ্বর যদি আবার তাঁর কার্য করার সুযোগ পেতেন, তাহলে, তিনি কখনও মানুষ সৃষ্টি করতেন না। কিন্তু এর অর্থ, মানুষের কাজ এমন ঘটনার সূত্রপাত করেছিল, যা স্বল্প সময়ের জন্য ঈশ্বরকে দুঃখার্ত করেছিল ঠিকই, কিন্তু বিস্তৃত সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্যই তাঁর পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে কখনও বাধাস্বরূপ ছিল না। অর্থাৎ, যে প্রাথমিক উদ্দেশ্যে ঈশ্বর কোন কাজ শুরু করেন, শেষ পর্যন্ত তিনি সেই উদ্দেশ্য সাধন করেন।

আদিপুস্তক ৬ অধ্যায়েও সেই সত্য আমরা দেখতে পাই। সমস্ত মানুষের দুষ্টতা যখন ঈশ্বরকে দুঃখার্ত করেছিল, তখন নোহ ও তাঁর পরিবার তাদের মধ্যে একমাত্র উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে জ্বলছিল। তাই, ঈশ্বরের সুন্দর সৃষ্টিকে ধংস করতে শয়তান যে কৌশল গ্রহণ করেছিল, তা প্রাথমিকভাবে জয়ী হলেও, শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরই জয়ী হয়েছিলেন। শয়তান পৃথিবী থেকে ঈশ্বর-বিশ্বাসকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করেত ব্যর্থ হয়েছে। ৮ পদে বলা হয়েছে, যখন সবাই ঈশ্বরকে দুঃখ দিয়েছে, তখন ***"নোহ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হলেন।"*** সমগ্র বাইবেলে, মানুষের পাপ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য কেবল একটি শর্তকেই নির্দেশ করা হয়েছে) *অনুগ্রহের দ্বারা, বিশ্বাসের মাধ্যমে* (ইফি ২.৮-১০)। নোহের ক্ষেত্রেও এই শর্তের ব্যতিক্রম ঘটেনি। নৈবেদ্য দান করে (ইব্রীয় ১০.১-৪;গীত ৫১.১৬-১৭), বিধান পালন করে (গালা ২.১৬) অথবা সৎকর্মের দ্বারা (রোমীয় ৪.৫) কেউ কখনও পরিত্রাণ লাভ করে না। পরিত্রাণ এমন বিষয়, যা পাবার যোগ্য আমরা কেউ নই, কিন্তু তা আমাদের প্রত্যেকেরই খুব প্রয়োজন। তাই, তা ঈশ্বরই কেবল আমাদের দিতে পারেন, তাঁর অনুগ্রহের দ্বারা। আমাদের প্রয়োজন তাঁর দৃষ্টিতে অনুগ্রহ লাভ করা, যেমন নোহ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পেয়েছিল।

জলপ্লাবনের দ্বারা মানুষের দুষ্টতাকে সাময়িকভাবে প্রতিহত করা গেলেও, তাকে নির্মূল করা যায়নি। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর প্রতিজ্ঞাকে (আদি ৩.১৫) ভুলে যাননি। যীশু নিজে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে ক্রুশের উপর শয়তানের মস্তক চূর্ণ করেছেন এবং আমাদের কাছে "ঈশ্বরের পুত্র" বলে আখ্যাতহবার সুযোগ করে দিয়েছেন (যোহন ১.১২-১৩;রোমীয় ৮.১৪, ১৯)। কিন্তু জগতে আজও শয়তানের কাজ, তথা "মানুষের কন্যাদের" সৌন্দর্য বিশ্বাসীদের পাপের পথে হাতছানি দিয়ে চলেছে। এমন পরিস্থিতিতে বিশ্বাসী আমরা কী করব? অন্য সকলের ন্যায় জগতের সঙ্গে আপোস করব, না নোহের ন্যায় ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অনুগ্রহ লাভ করব? ঈশ্বরের প্রতি নোহের বিশ্বাসের কথাস্মরণ করে, তথা আমাদের বিশ্বাসের পূর্বপুরুষদের বিশ্বাস-জীবনকে স্মরণ করে ও অনুসরণ করে, আসুন আমরা ঈশ্বরের করুণার পাত্র হই। প্রসিদ্ধ বীরদের ন্যায় শয়তানের চরেরা যখন ছদ্মবেশে আমাদের ঠকাতে চায় (২ করি ১১.১৩-১৫) তখন আসুন আমরা ঈশ্বরের বাক্যের যথার্থ উপলব্ধির দ্বারা তাদের চিনতে শক্তি পাই। ঈশ্বরের বাক্যের আলোকে আমাদের হৃদয়কে আলোকিত করি, যেন এই জগতের দেবদেবীরা আমাদের হৃদয়কে অন্ধ কারাবৃত করতে না পরে (২ করি ৪.৪)। সেদিনের জলপ্লাবনের দ্বারা ঈশ্বর সমগ্র পৃথিবীর উপর যে বিচার এনেছিলেন;যীশুর দ্বিতীয় আগমনের দ্বারা ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁর শেষ ও চূড়ান্ত বিচার আনতে চলেছেন। আপনি কি সেই বিচারে অনন্ত স্বর্গে যাবার জন্য নিশ্চিত হয়েছেন? যদি নিশ্চিত না হয়ে থাকেন, এখনও সময় আছে, আপনি ও আপনার পরিবার যীশুতে বিশ্বাস করুন, তাহলে পরিত্রাণ পাবেন (প্রেরিত ১৬.৩১)।